ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩১৩৫
আগরতলা,৮ অক্টোবর,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ‘জনমানবহীন স্থানে মহিলা হোস্টেল নির্মাণ প্রশ্নের মুখে’ এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে সাব্রুম মহকুমা শাসকের রিপোর্টের ভিত্তিতে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এক স্পষ্টিকরণে জানিয়েছেন,

প্রস্তাবিত জমিটি নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছেঃ

১. সাব্রুম হেলিপ্যাডের নিকটে অবস্থিত।
২. প্রস্তাবিত সাব্রুম ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত।
৩. আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ৭০০ মিটার দূরত্বে এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ প্রায় ৪০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত।
৪.NH-৮ জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় ১৫০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত।
৫. সাব্রুম রেল স্টেশনের নিকটে অবস্থিত।
৬. পাশের জমিতে ইতিমধ্যে প্রায় ৩০ মিটার দূরত্বে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি বিভাগ (DWS)কে এবং প্রায় ১০০ মিটার দূরত্বে মার্কফেডকে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
৭. বাস টার্মিনাল প্রায় ৩০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত।
৮. নিকটবর্তী জনবসতি থেকে প্রায় ২৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থান করছে।

এই জমি নির্বাচন ও বরাদ্দের পূর্বে সাব-ডিভিশনাল ল্যান্ড এলটমেন্ট কমিটির মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই জমি বরাদ্দ হয়েছে।

"ওয়ার্কিং উইমেন হোস্টেল" নির্মাণ প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার পর, এই স্থানের ভবিষ্যতমুখী সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে জমিটি নির্বাচন করা হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ এবং ইন্টারন্যাশনাল বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী হওয়ায় মহিলারা সহজেই তাদের শিক্ষাগত কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবেন। আরও উল্লেখযোগ্যভাবে, এনএইচ-৮ জাতীয় সড়ক এবং সাব্রুম রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি অবস্থান উন্নত যোগাযোগ সুবিধা প্রদান করবে। তদুপরি, হেলিপ্যাড এবং প্রস্তাবিত অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রের সান্নিধ্য মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করবে। তাছাড়া, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের নির্মাণকাজ ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে এবং এই সময়ের মধ্যেই আশেপাশের এলাকার অন্যান্য প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলিও সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে নির্বাচিত স্থানের ব্যবহারযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে। নিশ্চিতভাবেই, জনস্বার্থে এবং কর্মজীবী নারীদের জন্য আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রহণকৃত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি সাধারণ মানুষের মাঝে আস্থা ও ইতিবাচকতা সৃষ্টি করবে।

*****